সংবাদ পরিষেবা

ফেব্রুয়ারি - মার্চ-২০১৩

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

মিঠা বদল

২১/৯১

উষ্ণায়নে সাগরের জল বাড়বে। কথাটা ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)-এর। কিন্তু কতটা বাড়বে তার হিসেবে ভুল ছিল। কারণ, তিন বছর আগে এই হিসেবে, গ্রিনল্যান্ড আর অ্যান্টার্কটিকা অর্থাৎ কুমেরুর বরফের আস্তরণ গলার কোনো তথ্য ছিল না। এখন বলা হচ্ছে, গ্রিনল্যান্ডের বরফের আস্তরণ গললে সাগরের জল বাড়বে ছ'মিটার (২০ ফুট)। আর কুমেরুের গলা জলে বাড়বে ৬০ মিটার বা ২০০ ফুট। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিশ্বের মিঠা জলের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ধরা রয়েছে এই দুটি অঞ্চলে। সমস্যা হল, আইপিসিসি-র নানান তথ্যে মাঝে মধ্যে এরকম বিভ্রান্তি থাকছে। ফলে তথ্য নিয়ে মানুষের মধ্যে নানারকম ধোঁয়াশাও তৈরি হচ্ছে।

উষ্ণ সাগর

২১/৯২

উষ্ণায়নের বিপদ বহুমুখী। বরফ গলে জল বাড়া এক, কিন্তু সাগর জলের তাপমাত্রা বেড়ে সেই জলের সম্প্রসারণ আর এক কথা। জার্মানির বন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রোলেয়ফ রিটব্রুক ডয়চে ভেলে বলেছেন, সাগর জলের তাপমাত্রা বাড়ার প্রভাব এর আগে যা ভাবা গিয়েছিল, এখন তা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বর্তমানে সাগর জলের উচ্চতা বাড়ছে প্রায় ২.৭ মিলিমিটার করে - তার প্রায় অর্ধেকেই নাকি জলের তাপমাত্রা বাড়ার ফলে।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই জলের তাপমাত্রা বাড়ার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাক-শিল্পায়ন আমল থেকে এই জলের তাপমাত্রা যতটা বেড়েছে, তার অর্ধেকেই নাকি বেড়েছে গত দুই দশকে। এই অতিরিক্ত তাপ বা উষ্ণতার ৩৫ শতাংশই জমা হয় সাগরের ৭০০ মিটার নীচের জলে। কুড়ি বছর আগে জলের এই তলে জমা হত মাত্র ২০ শতাংশ অতিরিক্ত তাপ।

কুৎসিত বন

২১/৯৩

সুন্দরবনের কিছু ক্ষতি হলেও রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে সরে আসবে না বাংলাদেশ সরকার এই অনড় অবস্থানের কথা জানান, সে দেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি বলেছেন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র করলে পরিবেশে তো কিছু প্রভাব পড়বেই। কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্রটি সরিয়ে নেওয়ার এখনো কোনো সম্ভাবনাই নেই।

খুলনা ডিভিশনের বাগেরহাটে, সুন্দরবন এলাকায় রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির জন্য বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি সই হয় ২০১৩ সালের ২০ এপ্রিল। ভারতের ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন (এনটিপিসি) ও বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) - এর যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি তৈরি হয় এজন্য।

সুন্দরবনের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ১,৮৩৪ একর জমি অধিগ্রহণ করে নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছে। আর এর জন্য অর্থ সরবরাহ করছে বিশ্বব্যাঙ্ক। উল্লেখযোগ্য হল, সুন্দরবন ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে চিহ্নিত। অর্থমন্ত্রী আরো বলেন,

সুন্দরবন ও তার লাগোয়া উপকূল অঞ্চলে আরো তাপবিদ্যুৎ গড়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে বিপদ হল, গাছপালা কাটা ও জৈববৈচিত্র নষ্ট হওয়াই নয়, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ধারাবাহিক যে বর্জ্য তৈরি হবে তাতে, বাতাস ও জলের দূষণ হবে। এতে শুধু বাংলাদেশই নয় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনকেও বিপদাপন্ন করবে।

নামছে কৃষি

২১/৯৪

সরকার এ বছরের আর্থিক সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। সমীক্ষায় কৃষির বিকাশ নিম্নগামী। কারণ পরপর দুবছর খরা। ফসল মার খেয়েছে। সমীক্ষা বলছে, মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা এবং সুস্থায়ী জীবিকার জন্য এখন দরকার কৃষির রূপান্তর। প্রশ্ন হল, দুবছর খরার কারণেই এই উপলব্ধি? তাহলে, গত ২০ বছরে যে তিন লক্ষেরও বেশি চাষি আত্মহত্যা করেছে তা কী কৃষির ঊর্ধ্বগামী বিকাশের কথা তুলে ধরেছে? সমীক্ষা আরো বলছে, কৃষির বিকাশ করতে হবে। এর জন্যে উপযুক্ত সেচ প্রযুক্তি এবং কৃষির সব ইন্ধনগুলি (সার, বিষ, বীজ ইত্যাদি) - এর কার্যকরী ব্যবহার দরকার - যা উৎপাদনশীলতা বাড়াবে। আসলে সমীক্ষায় যাই বলুক না কেন, উদার অর্থনীতির ঠেলায় সরকারের কৃষির প্রতি উদার হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। এ বছর কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী কৃষির প্রতি বিগলিত যমুনা হলেও, আখেরে কৃষির রূপান্তর কথার কথা হয়ে রয়ে গেছে।

দূষিত বাতাস

২১/৯৫

বছরে কমবেশি ৫৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্রাতিরিক্ত বায়ু দূষণ। মৃতদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি কিন্তু ভারত ও চিনের নাগরিক। সদ্য প্রকাশিত এক সমীক্ষা রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স-এর এই গবেষণা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও চিনের গবেষকরা। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৩ সালে ভারতে বার্ষিক বায়ু দূষণে মৃত্যু হয়েছে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের। চিনে এই সংখ্যা ১০ লক্ষ ৬০ হাজার। গবেষকরা জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বায়ু দূষণের যে 'সুরক্ষিত মান' নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, বিশ্বের ৮৫ শতাংশ মানুষই তার চেয়ে বেশি দূষণ অঞ্চলে বসবাস করেন।

বাঘে ডলফিনে

২১/৯৬

সুন্দরবন গবেষক জেসিকা লরেঞ্জ তার ব্লগে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দূষণের জন্য হারিয়ে যেতে পারে বাঘ আর ডলফিন। জেসিকা লরেঞ্জ লিখেছেন, সুন্দরবন অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার এবং নদীতে ইরাবতী ডলফিনের বসবাস হাজার বছর ধরে। পাশাপাশি বাঘ আর ডলফিনের বাস পৃথিবীর বুকে একটি অনন্য ঘটনা। কিন্তু লোভের কারণে তাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। আর এর জন্য দায়ি থাকবে সুন্দরবনের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রও।

অ সুন্দর

২১/৯৭

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য চরম হুমকির মুখে পড়বে। সুন্দরবন রক্ষা কমিটির মহাসচিব ড. আবদুল মতিন একথা বলেন। তার মতে, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রর বিষাক্ত গ্যাস দূষিত করবে জল, মাটি ও বায়ু। এগুলি শেষ করে দেবে পরিবেশ, জীবন ও জীববৈচিত্র্যকে। তাঁর মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে, সুন্দরবন এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা পৃথিবীর গড় বৃদ্ধির তুলনায় ১০ গুণ বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সঙ্গে এই বিদ্যুৎকেন্দ্র, পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ করে তুলবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভারত এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে সহায়তা করছে। কিন্তু আমাদের দেশে, কোনো বনের ২৫ কিমি-এর মধ্যে কয়লা ভিত্তিক এ ধরনের বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বেআইনী। আর জীব বা জল বা বায়ু কে তো পাসপোর্ট-ভিসা দিয়ে আটকানো যায় না। ফলে এদেশের সুন্দরবনও ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাবে না।

জল চাষ

২১/৯৮

দেশের সমগ্র চাষের জমির মধ্যে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে মাত্র ৩৩.৯ শতাংশ জমিতে। অর্থাৎ প্রায় ৩ ভাগের ২ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা নেই। এর মধ্যে পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু এবং উত্তরপ্রদেশে ৫০ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে। আর্থিক সমীক্ষা বলছে, সেচযুক্ত জমির পরিমাণ বাড়াতে হবে। এজন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে, যাতে জলের অপচয় কমানো যায়। আর জলবায়ু পরিবর্তনও রুখে দেওয়া যায়। এতে খাদ্য ও জলের নিরাপত্তা থাকবে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজের মধ্যে বরাদ্দ বাড়িয়ে আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে জল ধরার কর্মসূচি নিতে হবে। দুঃখের বিষয় হল বর্তমান সরকার ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পটিকেই গুরুত্বহীন করে তুলেছে। যদিও এবারের বাজেটে অর্থমন্ত্রী বলেছেন ১০০ দিনের কাজে সবথেকে বেশি বরাদ্দ ৩৮হাজার ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু এ তথ্যও সঠিক নয়, কারণ আগের সরকারের আমলে ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল ১১-১২ সালে। তবে টাকা বরাদ্দের ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। সমীক্ষা বলছে, সাময়িকভাবে বড় ও

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

মাঝারি সেচ প্রকল্পে সেচের সম্ভাবনা বাড়তে পারে ৩৪ শতাংশ। মাটির ওপরের জলের মাধ্যমে সেচ বাড়তে পারে ৩৫-৪০ থেকে ৬০ শতাংশ আর মাটির তলার জলের ৭০-৭৫ শতাংশ। এতেই বোঝা যাচ্ছে আসলে গতানুগতিক সেচের বাইরে সরকারের কোনো পরিকল্পনাই নেই।

ভাসমান সবজি বাগান

২১/৯৯

জলাবদ্ধ জায়গায় ভাসমান বেডে সবজি চাষ বাংলাদেশের চাষিদের এক অভিনব উদ্ভাবন। এই উদ্ভাবনকে রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা স্বীকৃতি দিল। সংস্থার গ্লোবাল ইমপরট্যান্ট এগ্রিকালচারাল হেরিটেজ সিস্টেম কার্যক্রমে স্বীকৃতি পেল ভাসমান সবজি বাগান। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হল, কৃষির সংশিষ্ট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যশালী ক্ষেত্র, পদ্ধতি, জীববৈচিত্র্য, জীবনশৈলী, উদ্ভাবনকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তার সংরক্ষণ করা।

বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, বরিশাল এবং তার আশেপাশের জেলাগুলিতে, বহুদিন ধরে এইভাবে চাষ হয়ে আসছে। কাশ্মীরের ডাল লেকেও ভাসমান সবজি বাগান করা হয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, জলবায়ু পরিবর্তন মানিয়ে চাষবাসের পদ্ধতির একটি ভালো উদাহরণ হল ভাসমান সবজি বাগান। পশ্চিমবঙ্গের জলাবদ্ধ জমির ক্ষেত্রে এই চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। এ নিয়ে কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষাও শুরু হয়েছে।

কৃষি বাজেট ২০১৬

২১/১০০

- চাষিরা দেশের খাদ্য সুরক্ষার শিরদাঁড়া। তাই এদের জন্য আয়ের সুরক্ষার কথাও ভাবতে হবে। সরকার চাষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী বদলে ২০২২ সালের মধ্যে চাষিদের আয় দ্বিগুণ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করছে।
- এই লক্ষে কৃষিক্ষেত্রে এ বছর বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৫,৯৮৪ কোটি টাকা।
- দেশের মোট ১৪.১ কোটি হেক্টর চাষ জমির মধ্যে মাত্র ৪৬ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা রয়েছে। এরজন্য প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ (সিঁচাই) যোজনার শক্তিবৃদ্ধি করে তাকে মিশনে রূপ দেওয়া হবে। মোট ২৪.৫ লক্ষ হেক্টর জমি এর মাধ্যমে সেচের আওতায় আনা হবে।
- ৮৯ টি সেচ প্রকল্প খুবই ধীরে চলছে এগুলি শেষ হলে মোট ৪০.৬ লক্ষ হেক্টর জমি চাষযোগ্য হবে। যার জন্য আগামী বছর ১৭ হাজার কোটি টাকা এবং আগামী ৫ বছরে ৪৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা দরকার। এর মধ্যে ২৩ টি প্রকল্প ২০১৭ সালের মার্চের মধ্যে শেষ হবে।
- ২০ হাজার কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদী সেচ তহবিল গঠন করা হবে। এর মধ্যে ১২ হাজার ১৫৭ কোটি টাকা দেওয়া হবে সরকারের তরফে। বাকিটা বাজার থেকে তোলা হবে।
- ভূজলের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা লাগতে পারে। এজন্য বিভিন্ন সূত্র থেকে টাকা জোগাড় করা হবে। চাষির জমিতে কমপক্ষে ৫ লাখ পুকুর, কুঁয়ো এবং ১০ লাখ কেঁচোসার তৈরির আধার তৈরি করা হবে। যা আসবে ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ টাকা থেকে।
- মাটি স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ভালো করা হবে, এতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার উপযুক্ত হবে। ২০০০ মডেল খুচরো সার বিক্রির দোকান তৈরি করবে সার উৎপাদক কোম্পানিগুলি। এই দোকানগুলিতে আগামী তিন বছর মাটি ও বীজ পরীক্ষার সুবিধা থাকবে।
- স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অংশ হিসেবে, শহরের বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট তৈরির এক উদ্যোগের জন্য একটি নীতি তৈরি হয়েছে। রাসায়নিক সারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকারী এই কম্পোস্ট বিক্রির ব্যবস্থা সার কোম্পানিগুলি করবে।
- ভারতের ৫৫ শতাংশ জমিতে বর্ষার জলে চাষ হয়। এরকম ৫ লক্ষ একর জমিতে সাম্প্রতিক শুরু হওয়া পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে জৈব উপায়ে চাষ করা হবে। আর উত্তর পূর্ব ভারতের জৈব সামগ্রী প্রস্তুত (অর্গানিক ভ্যালুচেন ডেভলপমেন্ট ইন নর্থ ইস্ট রিজিয়ন) এবং দেশ ও বিদেশের বাজারে বিক্রির প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই দুই কাজে মোট ৪১২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।
- ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি মিশনের মাধ্যমে ৬২২ টি জেলায় ডালের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ৫০০ কোটি টাকা উৎসাহ মূল্য হিসেবে চাষিদের দেওয়া হবে।
- দেশে যে ৬৭৪টি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র রয়েছে তাদের সামর্থ্য ও ভূমিকার উন্নয়নের জন্য জাতীয় স্তরে একটি প্রতিযোগিতা হবে। যার পুরস্কার মূল্য হবে ৫০ লক্ষ টাকা।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

- বাজারের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ চাষিদের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকার সেজন্য সংযুক্ত বাজার প্রকল্প (ইউনিফায়েড এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং স্কিম হাতে নিয়েছে। এই স্কিমে ৫৮৫ টি নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজারের বৈদ্যুতিন মঞ্চ (ই-প্ল্যাটফর্ম) গঠিত হবে।
- এই মঞ্চে যুক্ত হতে গেলে রাজ্যগুলিকে তাদের কৃষিপণ্য বাজার কমিটি (এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেট কমিটি) আইনকে সংশোধন করতে হবে। ইতিমধ্যেই ১২টি রাজ্য তাদের এই আইন সংশোধন করেছে। এই মঞ্চটি ১৪ এপ্রিল বাবাসাহেবের জন্মদিনে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর সহায়তার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল রেসপন্স ফান্ডের ২০১৫ অধীনে একটি নিয়ম সংশোধন করেছে।
- সময়মত ঋণ সরবরাহের উপর সরকার নজর দিতে চায়। গত বছর এজন্য ৪.৫ লক্ষ কোটি টাকার জায়গায় ৭ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আর ঋণ শোধ বোঝা কমাতে ১৫ হাজার কোটি টাকা ঋণের সুদ মকুবের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সরকার প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা নামে একটি দারুণ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এর জন্য ১৬-১৭ সালে ৫,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- সব চাষির কাছে ফসল বিক্রির নূন্যতম সহায়ক মূল্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে প্রথমত - রাজ্যগুলিকে বিকেন্দ্রীকৃত ফসল সংগ্রহের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান; দ্বিতীয়ত -ফুড কর্পোরেশনের মাধ্যমে অনলাইন সংগ্রহ; আর-তৃতীয়ত ডাল সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা তৈরি।
- এছাড়া পশুধন সঞ্জীবনী নামে পশুদের সুস্থতার জন্য তাদের স্বাস্থ্য কার্ড, উন্নত প্রজননের প্রযুক্তি প্রয়োগ, ই-পশুধন হাট (বিক্রির জন্য বৈদ্যুতিন মঞ্চ) এবং দেশজ প্রজাতির জিন সংরক্ষণের জন্য ন্যাশনাল জিনোমিক সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস ব্রিড তৈরি হবে। এসবের জন্য আগামী কয়েক বছর ধরে ৪৫০ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

কৃষি বাজেটে বঞ্চিত কৃষকই

২১/১০১

সুব্রত কুন্ডু

ওরে নাবালক চাষা! আমরা তোদের ভাঙার নিদ্রা মূক মুখে দিব ভাষা —

কেন্দ্রীয় বাজেট দেখে ও পড়ে প্রথম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দেশোদ্ধার কবিতার এই পংক্তিটিই মনে পড়ে গলে। অর্থমন্ত্রী বললেন, এবারের বাজেটের ৯টি স্তম্ভ। তার মধ্যেই প্রথমেই শুরু করলেন কৃষি দিয়ে। কথায় বলে আশায় বাঁচে চাষা। আমরা যারা চাষ নিয়ে কিছু কাজকর্ম করি, বাজেটের প্রথমে এমন কথা শুনে খুবই উৎসাহিত হলাম। সরকার বুঝি কৃষি নিয়ে এবার একটা বড় পদক্ষেপ নেবে। অর্থমন্ত্রী বললেনও তাই। গত দুবছর খরায় দেশের চাষ বিপন্ন, চাষিরা বিপন্ন। তাই এবারের বাজেটে চাষিদের কথাই সর্বাগ্রে ভাবা হয়েছে। বেশ বেশ...

- কিন্তু মন্ত্রীমশাই শুধু গত ২ বছরটাই দেখলেন। ১৯৯৬ সাল থেকে আত্মঘাতী ৩ লক্ষ চাষি মহারাষ্ট্রে এখন প্রতিদিন গড়ে ১০ জন করে চাষি আত্মহত্যা করছে। ২০০১-২০১১ সালের মধ্যে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ চাষি ভূমিহীন হয়ে গেল। এগুলি চাষির বা চাষের সমস্যা নয়।
- নির্বাচনের ইস্তাহারে আপনারা বলেছিলেন, এম এস স্বামীনাথন-এর নেতৃত্বে কৃষি কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছে তা প্রণয়ন করবেন। আপনি অবশ্য বলেছেন চাষিরা... দেশের খাদ্য সুরক্ষার শিরদাঁড়া। এদের 'আয়ের সুরক্ষা জরুরি' তাই চাষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে, যাতে ২০২২ সালের মধ্যে চাষিদের আয় দ্বিগুণ হয়।

  শুধু ভাবা নয় নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব ছিল ওই রিপোর্ট যেমন - চাষির উপযুক্ত আয়ের জন্য স্থায়ী কৃষি আয় কমিশন গঠন। মোট উৎপাদন মূল্যের ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত ধরে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঠিক করা। চাষিদের সামাজিক সুরক্ষার বন্দোবস্ত। আপনারা এই কাজগুলি করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে জিতেছেন। প্রতিশ্রুতি পালন না করার অর্থ মানুষের সাথে প্রতারণা।
- আপনি বলেছেন, আগামী ৫ বছরে কৃষির আয় দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নেবেন। ২০১৪ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (NSSO)'র তথ্য বলছে ক্ষেতমজুর, প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র চাষি যাদের সংখ্যা ৯০ শতাংশের বেশি তাদের মাসিক আয় ৫৩২৭ টাকা এদের ব্যয় ৬০২০ টাকা ফলে ৬৯ শতাংশ চাষির পরিবার দেনার কবলে। ৫৩২৭ টাকা ৫ বছরে ডবল হয়ে হবে ১০,৬৫৪ টাকা। ৫ বছরে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। তাহলে শুনতে ভালো লাগলেও আয় আদৌ কি তাদের বেশি হবে আয়?
- কৃষি ক্ষেত্রে এ বছর বাজেট বরাদ্দ ৩৫,৯৮৪ কোটি। আপনার কথা অনুযায়ী সবথেকে বেশি। এটা ঠিক। কিন্তু গত ২ বছর আগে

বরাদ্দ ছিল ৩১ হাজার কোটি। তখনকার ওই টাকার মূল্য এখনকার বরাদ্দের তুলনায় সামান্যই বেশি। আর ওই ৩১ হাজার কোটি টাকা কমিয়ে আপনি গতবছর বাজেট করেছিলেন ২৫ হাজার কোটি আর খরচ করেছিলেন ২২,৯৫৮ কোটি। তাহলে দেশের 'শিরদাঁড়ার' জন্য আপনার এহেন আচরণ ছিল কেন? তাই সবথেকে বেশি বরাদ্দের কথা শুনে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে!

দেশে ৫৫ শতাংশ মানুষ যেখানে চাষের কাজে যুক্ত সেখানে ১০ লক্ষ কোটির মোট বাজেটের মাত্র ৩৬ হাজার কোটি কি যথেষ্ট, মাননীয় মন্ত্রীমশাই?

- আপনার কৃষি বাজেটের মূল দুটি বিষয়ের একটি হল, প্রধানমন্ত্রী কৃষি সেচ (সিঁচাই) যোজনা। যদিও এই কর্মসূচি আপনার ক্ষমতায় আসার পরই নিয়েছিলেন। এরজন্য আপনি ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ফান্ড তৈরির কথা বলেছেন। যার মধ্যে সরকার দেবে ১২১৫৭ কোটি টাকা। বাকি টাকা আসবে বাজার থেকে। কিন্তু কীভাবে বাজার থেকে টাকা তোলা হবে তার কোনো উত্তর এখনো নেই। ২ বছর আগে এই প্রকল্পে বরাদ্দ টাকা ছিল ১৩,৫০০ কোটি টাকা, যার মাত্র ৪০ শতাংশ আপনারা খরচ করেছিলেন। সরকারের হিসেব অনুযায়ী ৫৪ শতাংশ জমিতে সেচের ব্যবস্থা নেই। তবে অসরকারি সূত্রে এই পরিমাণ ৬৬.১ শতাংশ, কারণ অনেক প্রকল্পই মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই সব জমিতে সেচের জন্য দরকার দেড় লক্ষ কোটি টাকার বেশি। ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে আপনি ৫ লক্ষ পুকুর, কুঁয়ো খোঁড়ার কথা বলেছেন। যা বেশ কিছুদিন ধরেই চলেছে। সেচের সম্পূর্ণ হিসেবে এইসব সেচ পুকুর বা কুঁয়োর ভূমিকা খুবই নগন্য। আর ১০০ দিনের কাজকে যেভাবে ঘোষণা করে ধীরে ধীরে গুরুত্ব কমিয়েছেন। তাতে এই ঘোষণা কী কোনো অর্থ বহন করবে।
- আপনি সেচের জন্য ভূজল, পড়ে থাকা সেচ প্রকল্প নিয়ে কথা বলেছেন। বলেছেন এজন্য ৪৬, ৫০০ কোটি টাকা দরকার। অর্থাৎ সরকারের বরাদ্দ ১২ হাজার কোটির কিছু বেশি। এটা কী আপনাদের কৃষির প্রতি নজরের কথা বলছে, মহোদয়?
- আপনাদের অন্য একটি কর্মসূচি হল, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা। যা সবকটি বীমা যোজনাকে একসাথে জুড়ে তৈরি করা হয়েছে। গত বছর এক্ষেত্রে বরাদ্দ ছিল ২৬০০ কোটি টাকা। এবারে বরাদ্দ দ্বিগুণের বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৫৫০০ কোটি টাকা। আপনার হিসেবে, যার ফলে ৫০ শতাংশ চাষিকে এই বীমার আওতায় আসবে। যা গত বছর ছিল ২০ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশ চাষিকে কীভাবে এর আওতায় আসবে তার কোনো সদুত্তর নেই। সরকার সুদের ওপর কিছুটা ছাড় দেয়। এবছর এর পরিমাণ ১৫,০০০ কোটি টাকা। গতবছর যার পরিমাণ ছিল ১৩,০০০ কোটি টাকা। যেখানে ২০ শতাংশের জন্য ছাড় ছিল ১৩,০০০ কোটি সেখানে ২০০০ কোটি বাড়িয়ে আরো ৩০ শতাংশ চাষিকে বীমার আওতায় আনার প্রক্রিয়াটা কি সেটাও আপনি বলেননি। এই অসম্ভবের গল্পটা একটু খোলসা করলে চাষিদেরই ভালো হত। এক্ষেত্রে যারা মালিক চাষি নয় তারা যেমন ঋণ পাবে না সেরকম এই ভরতুকির সুযোগও পাবে না। এসব চাষিদের জন্য কোনো ভাবনা আছে কিনা তাও বোঝা গেল না।
- ফসলের ন্যায্য দাম চাষির কাছে পৌঁছানোর জন্য ত্রিমুখী উদ্যোগের কথা আপনি বলেছেন। যার মধ্যে রাজ্যগুলি বিকেন্দ্রীভূত ভাবেই ফসল সংগ্রহ করে। নিজেরাও সামান্য হলেও ফসলের জন্য অতিরিক্ত কিছু দাম দেয়। আর অন্য দুটি হল বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ ও বিক্রি। আপনি জানেন চাষির দূরাবস্থার কথা। বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থার কথাও আপনার অজানা নয়। তাহলে কোন রূপকথায় এই ব্যবস্থা তৈরি হবে এবং চাষিরা রাতারাতি ফসল বিক্রি করে অতিরিক্ত লাভ করতে পারবে? এখানে কী তাহলে বেসরকারি কোনো ভাবনা রয়েছে, আশঙ্কা থেকেই যায়।

  দ্বিতীয়ত, নিয়ন্ত্রিত বাজার সংক্রান্ত আইন সংশোধনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বাজারগুলির বিনিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছে। এইসব বাজারকে সংযুক্ত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে ইউনিফায়েড এগ্রিকালচার মার্কেটিং স্কিমের মাধ্যমে। যাতে দেশের কৃষি ব্যবসায়ীরা ঢুকে পড়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছে দেশের বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। তাহলে কী এসব ভারি ভারি প্রকল্পের মাধ্যমে চাষিকে বিশেষ করে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিকে বাজার থেকে, মাটি থেকে, সরিয়ে মজুরে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। আশঙ্কা কিন্তু একেবারেই অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, মহোদয়।
- গরিবের প্রোটিন হল ডাল। দেশে প্রচার চলছে নিরামিশ খাবার গ্রহণের জন্য। প্রোটিনের এই উৎসের জন্য আপনি চাষিদের উৎসাহিত করতে বরাদ্দ করেছে ৪০০ কোটি টাকা। শুনতে বেশ ভালো কিন্তু ডাল চাষের আওতায় আসবে ৬২২ টি জেলা। অর্থাৎ প্রতি জেলায় বরাদ্দ ১ কোটি টাকারও কম। জেলা প্রতি যদি ৫০ হাজার করে চাষি থাকে তবে বরাদ্দ দাঁড়ায় ২০০ টাকারও কম। এতে চাষিরা আদৌ উৎসাহিত হবে কী?
- জ্বালানি ও বিদেশি বীজের সবুজ বিপ্লবে রাসায়নিক বিষ, সারের ক্ষতিকর প্রভাব এখন সবাই জানে। আর সেই কারণেই এর বিকল্প হিসেবে জৈব পদ্ধতিতে কৃষিকাজের প্রসার ঘটছে। আপনাদের সরকার এই নিয়ে উদ্যোগ দেখাতে ৪১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। যেখানে সেচ নেই সেইসব জমিতে যার পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ হেক্টর, তারমধ্যে মাত্র ৫ লক্ষ হেক্টরে জৈব চাষ হবে। কিন্তু বাকি অসেচ এবং সেচ সেবিত জমিতে কি তাহলে ক্ষতিকর সবুজ বিপ্লব পদ্ধতিরই চাষ হবে? আপনারা

বলতে পারেন, একসাথে অনেকটা জমি জৈব পদ্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদন মার খাবে। দেশের খাদ্য সুরক্ষার ব্যাঘাত ঘটবে। তা বলে মাত্র ৫ লক্ষ হেক্টর? জৈব চাষ এখনো অবধি যা হয়েছে তা চাষিদের নিজস্ব উদ্যোগে। কিন্তু এই চাষের চলতি প্রযুক্তির উন্নয়ন, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, এর বৈজ্ঞানিক গবেষণা দেশের সম্পদ যেমন বীজ এবং জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ, এসবের জন্য গালভরা নামের মিশনের জন্য এইটুকু বরাদ্দ? মন্ত্রীমহোদয় এতে কী চিড়ে ভিজবে?

আপনি ১০০ দিনের কাজের মাধ্যমে চাষির জমিতে ১০ লাখ কেঁচো সারের আধার তৈরির কথা বলেছেন। দেশের জনগণনার হিসেবে যদি ধরা যায়, তবে ২৬ কোটি ৩০ লক্ষ চাষি পরিবার আছে। এর মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ আধার? যদি গ্রামের হিসেবে ধরা হয় তবে গ্রাম পিছু দেড় খানা আধার তৈরি হবে। সত্যিই বিচিত্র আপনাদের পরিকল্পনা! শহরের বর্জ্য দিয়ে কম্পোস্ট তৈরির কথাও আপনি বলেছেন, কিন্তু এর থেকে শহরে কতটা সার উৎপাদন হবে এসব কিছুই বলা নেই।

- সবথেকে দুঃখের বিষয় হল, কৃষিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় বেশি। বর্তমানে জীবন জীবিকা অর্জনে পুরুষদের স্থানান্তরে কাজের সন্ধানে যাওয়ায়, মহিলাদের কৃষিকাজে অংশগ্রহণ বাড়ছে। যা জনগণনা, জাতীয় নমুনা সমীক্ষাতেও স্বীকার করা হয়েছে। মহিলারা মজুরি, মালিকানা, চাষে সিদ্ধান্তগ্রহণ, বাজার ব্যবস্থা থেকে বরাবর বঞ্চিত। তারা পরিবারের একজন হলেও, চাষে দ্বিতীয় শ্রেণির মজুরের বেশি কিছু নয়। দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, আপনারা কৃষি বাজেটে মহিলা কৃষকদের নিয়ে একটা কথাও খরচ করলেন না। অথচ আপনারা কৃষিকে আরো উন্নত করে কৃষক পরিবারে আয় বাড়াবেন বলছেন। যারা কৃষিতে সবথেকে বেশি কাজ করছেন তাদের বাদ দিয়ে সত্যিই কী কৃষক পরিবারের উন্নয়ন সম্ভব!

আপনার কথা দিয়ে শেষ করা যাক। পরপর দুবছর খরা, চাষির হাত ছেড়েছে প্রকৃতি। আপনি, আপনার সরকার অন্তত এবছর চাষির হাত ধরতে পারতেন। সেটাও ধরলেন না। চাষি ক্রমশ ডুবছে। আর আপনারা কুমীরের কান্না জুড়লেন।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

ন তু ন | ব ই

■■

পাঁচ সবজি বীজের কুলুজি। পাঁচে পঞ্চবাণ। পাতা থেকে পাতায়, পাঁচ সবজির ২৭ জাত। ৪ শাক, ৫ লংকা, ৫ কুমড়ো, ৬ শিম ও ৭ বেগুন। এক-একটা পাতা ধরে এক-একটা সবজি, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়। সবজি ধরে ধরে বোনার সময়-পদ্ধতি, বীজ ও উৎপাদনের হার, সহ্যক্ষমতা ও ফসল তোলার সময় একেবারে বিস্তারিত। শেষ পাতায় আবার এইসব বীজ পাওয়ার হালহদিস।

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি প্রথম বই।

■■

৭/৪.২ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ২৮ পাতা ।। ৪০ টাকা

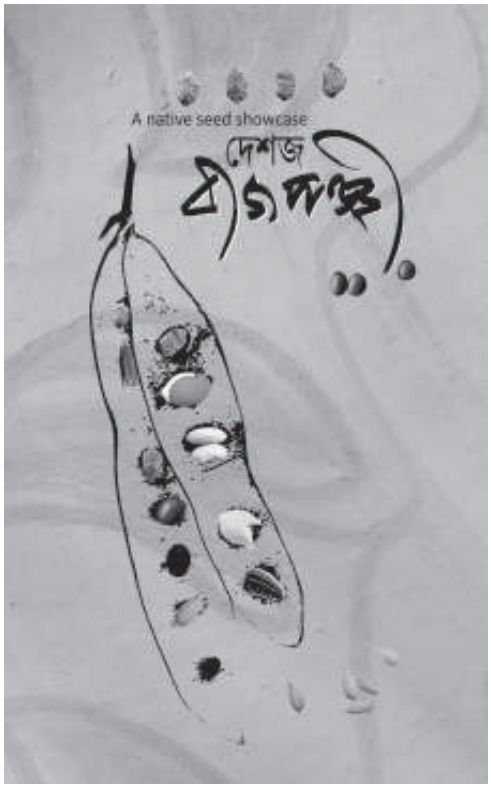

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু